R. N. No 2532/57

Phone No. RGG.112

Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭০শ বর্ষ
৩১শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১২ই পৌষ বুধবার, ১৩৯০ সাল
২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৮৩ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, ষডাক ১৪৲

ক্রাইমের সব খবর এস ডি পি ওকে জানানো হচ্ছে না

বিশেষ সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘটে যাওয়া ক্রাইমের বহু খবর থানা অফিসারেরা মহকুমা পুলিশ অফিসার সত্যরঞ্জন দাসকে যথা সময়ে পাঠাচ্ছেন না। অনেক খবর আবার তাঁকে না জানিয়ে চেপে দেওয়া হচ্ছে। সে সব খবর এস ডি পি ওকে প্রথম সংবাদপত্র ও সাংবাদিক প্রতিনিধিদের মাধ্যমেই জানতে হচ্ছে। এই ধরনের পুলিশী আচরণে জঙ্গিপুরের এস ডি পিও রীতিমত ক্ষুব্ধ বলে প্রকাশ। এস ডি পিও চান, জনসাধারণের সঙ্গে পুলিশ বিভাগের একটা সৌহার্দ্য স্থাপন করতে। যে কোনো ধরনের ক্রাইম বন্ধ করতে তিনি কঠোর পন্থা অবলম্বন করার পক্ষপাতী হলেও বহু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কোনো কোনো থানা অফিসারের কাজকর্ম ক্রিমিনালদের প্রশ্রয় জোগাচ্ছে। এর পিছনে রাজনৈতিক মদতও রয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে এস ডি পিও তাই গোপনে খবর পেয়ে ছুটে গেছেন ক্রিমিনালদের ধরতে। এবং সফলও হয়েছেন। বর্তমানে অবস্থাটা আরও সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষ পুলিশের উপর আর আস্থা রাখতে পারছেন না ফলে বহু ক্রাইমের খবর মানুষ থানাগুলিতেও জানাচ্ছেন না। প্রকাশ্য দিনেরবেলায় চাল ভর্তি ট্রাক ছিনতাই-এর ঘটনাটির কথা এসডিপিও এই সংবাদপত্র থেকেই জানতে পারেন। তিনি এ সম্পর্কে তদন্তের জন্য আরও তথ্য আমাদের কাছ থেকে জানতে চান। খবর নিয়ে দেখা গেছে রঘুনাথগঞ্জ থানায় এ সম্পর্কে কোনো অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা হয়নি। ও সি স্বদেশ সরকার ঘটনাটির কথা 'আন অফিসিয়ালি' স্বীকার করেছেন। আমাদের প্রতিনিধি খবরটি পেয়ে প্রথম থানায় যান। থানার বারান্দায় জনা তিনেক লোক তাকে লুঠের বর্ণনা দেন। যে ট্রাকটিতে করে এই ছিনতাই ঘটে শোনা গেছে সেটি স্থানীয় এক অবাঙালী ব্যবসায়ীর। শুধু এটিই নয় সাগরদীঘি থানা এলাকার বহু খবরও রঘুনাথগঞ্জে এস ডি পি ও'র দপ্তরে ঠিক সময়ে পাঠানো হচ্ছে না। পুলিশের এক সাব-ইন্সপেক্টর জানান, গ্রামাঞ্চলে ক্রাইমের বহু ঘটনা থানাগুলিতেও জানানো হচ্ছে না। সে সব (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অফিসারের কাজে বেকারেরা তিতি-বিরক্ত, এক্সচেঞ্জে মারমুখী বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিসার স্বপন সিংহ রায়ের আচরণ ও কাজকর্মে বেকার যুবকেরা তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে এর আগেও বার কয়েক বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। ২২ ডিসেম্বরও একদল স্থানীয় যুবক ওই অফিসারের কর্তব্যে গাফিলতিতে মারমুখী হয়ে ওঠেন এবং দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। সমস্ত মহল থেকেই জঙ্গিপুর এক্সচেঞ্জ অফিসার স্বপনবাবুর অপসারণ দাবী করা হয়েছে। ওই অফিসারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ হল, তিনি বিভিন্ন অফিস থেকে পদ পূরণের জন্য আহূত নামের তালিকা ঠিকমত পাঠাচ্ছেন না। এ ব্যাপারে খোঁজ খবর করতে গেলে বেকার যুবকদের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, তিনি ঠিকমত অফিসেও আসছেন না। আর কখনও সখনও অফিসে এলেও তা তাঁর খেয়ালখুশী মতন। অভিযোগে প্রকাশ গত ৭ নভেম্বর জেলা পুলিশ সুপার জঙ্গিপুর এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কাছে কনষ্টেবলে নিয়োগের জন্য বেশ কিছু নাম চেয়ে পাঠান। কিন্তু তা সময় মত পাঠানো হয়নি। ফলে কয়েকশো যুবককে অযথা হয়রাণ হতে হয়েছে। জেলা শাসকের দপ্তরে টাইপিষ্ট পদ পূরণের জন্যও ওই এক্সচেঞ্জে নাম চাওয়া হয় (মেমো নং কালেক ১০৯-১৫(৫)। সে নামও পাঠানো হয়নি। জেলা স্কুল বোর্ড থেকেও প্রাথমিক শিক্ষকের জন্য নাম চাইলে তা ঠিকমত পাঠানো হয়নি। এ নিয়ে ২২ ডিসেম্বর এক্সচেঞ্জ অফিসে তুমুল বিক্ষোভ হয়। জানা গেছে এর পর থেকে তিনি আর অফিসে আসছেন না। ফলে বহু বেকারের ভাগ্য অন্ধকার হয়ে উঠেছে। এ নিয়ে কিছু যুবক পরদিন এস ডি ও অফিসে সেকেণ্ড অফিসারের কাছে ওই অফিসারের কাজকর্মের গাফিলতি নিয়ে কিছু তথ্য পেশ করেছেন। জানা গেছে, এক্সচেঞ্জ অফিসারের বদলীও দাবী করা হয়েছে।

বীক্ষণ

(পুলিশী কাজকর্ম নিয়ে অভিযোগ বিস্তর। এই সব অভিযোগ নিয়েই 'বীক্ষণ' কলমের সূচনা। এস পি এবং এস ডি পি ও'র নজরে আনার উদ্দেশ্যে এ বিষয়ে যে কোন অভিযোগ সাদরে গ্রহণ করা হবে।)

সুতী থানার বহুতালী গ্রামে ২৫ ডিসেম্বর রাত্রে একজন কুখ্যাত চোরকে হাতেনাতে ধরে ফ্যাসাদে পড়েছেন জনকয় গ্রামবাসী। কাঁদোয়া বীট হাউসের এ এস আই মঙ্গল হেমব্রম ধৃত চোরটিকে ছেড়ে তো দিয়েছেনই উপরন্তু ৬ জন গ্রামবাসীকে বেধড়ক পিটিয়েছেন। প্রায় একুশ ঘন্টা আটক থাকার পর ওই গ্রামবাসীরা কিছু 'আক্কেল সেলামী' ও 'মুচলেকা' দিয়ে ছাড়া পান। পুলিশের এ আচরণে গ্রামে তীব্র উত্তেজনা রয়েছে। জানা গেছে, গ্রামবাসীদের হাতে ধৃত চোরটি ওই এলাকার একাধিক চুরির সঙ্গে জড়িত। তার ভাইটিও বেশ কুখ্যাত। অভিযোগ, কাঁদোয়া বীট হাউসের পুলিশদের প্রশ্রয়েই ওই এলাকায় চুরির ঘটনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ছাত্রদের বে-আদবি

নিজস্ব সংবাদদাতা : মাধ্যমিক টেষ্ট পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ একদল ছাত্র স্কুলেরই একদল শিক্ষককে দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা বন্দী করে রেখে পাশের দাবী জানাতে থাকলে ফতুল্লাপুর হাই স্কুলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। শিক্ষকেরা ঐদিন যখন বেতন নিতে একটি ঘরে ঢোকেন তখন ছাত্ররা ঘরে শিকল তুলে তালা বন্ধ করে দেয়। খবর পেয়ে প্রধান শিক্ষক স্কুলে ছুটে গিয়ে শিক্ষকদের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করেন। বে-আদব ছাত্রদের শেষ পর্যন্ত কোন শাস্তি দেওয়া হয়েছে কিনা বা তাদের পাশের দাবী শিক্ষকেরা মেনেছেন কিনা তা অবশ্য জানা যায়নি।

পুলিশ দিয়ে লোন আদায় চান ডি এম

নিজস্ব সংবাদদাতা : গ্রামাঞ্চলে সরকারী লোন আদায়ে পুলিশের সাহায্য নিতে জেলা শাসক প্রদীপ ভট্টাচার্য্য এস ডি ও এবং বিডিওদের নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি গ্রামে গ্রামে সভা করে এ সম্পর্কে প্রচার চালাতেও বলেছেন। ২১ ডিসেম্বর সাগরদীঘিতে ডি আর ডি এ'র এক সেমিনারে উপস্থিত ডি এম ব্লকের মৎস্য দপ্তরের কাজকর্মেও ক্ষুব্ধ হন। ওই সেমিনারে ডি আর ডি এ ছাড়াও তুঁত চাষ প্রভৃতি নিয়েও আলোচনা হয়। সেমিনারে পঞ্চায়েত সভাপতি, প্রধান, ব্যাঙ্ক ম্যানেজার, বিডিও এবং এস ডি ও উপস্থিত ছিলেন।

অল্পের জন্য রক্ষা

নিজস্ব সংবাদদাতা : উত্তরবঙ্গগামী একটি ষ্টেট বাসের সঙ্গে নলহাটীগামী একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ভয়াবহ সংঘর্ষের পরিণাম থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পাওয়া গেছে। গেটবিহীন মোরগ্রাম লেবেল ক্রসিং-এ এই ঘটনা ঘটে সোমবার বেলা ৩টে নাগাদ। (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই পৌষ বুধবার, ১৩৯০ সাল।

মন্ত্রী হতবাক্ অন্যে বাগাহত

সংবাদ : কৃষকদের মধ্যে মিনিকীট বণ্টনের ব্যাপারে জেলা শাসক নাকি রাজ্য সরকারের নির্দেশ মানিতেছেন না। ইহাতে রাজ্য কৃষিমন্ত্রী হতবাক হইয়াছেন। রাজ্য কৃষি দপ্তর পঞ্চায়ত সমিতিগুলিকে এই সম্পর্কে যে জরুরী রিপোর্ট পাঠাইতে বলিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, কয়েকটি পঞ্চায়েত সমিতি তাঁহাদের রিপোর্টে ব্লকের বি ডি ও এবং এই ও দের বিরুদ্ধে সরকারী নির্দেশ না মানার অভিযোগ করিয়াছেন।

কৃষি দপ্তরের পক্ষ হইতে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে কৃষকদিগকে মিনিকীট বণ্টন করিতে হইবে। কিন্তু জেলা শাসক নাকি বি ডি ও এবং এ ই ও দের নির্দ্দেশ দেন পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে উক্ত মিনিকীট বিতরণের। জেলা শাসকের এই নির্দেশকেই সরকারী আদেশ অমান্য করা বলিয়া ধরা হইয়াছে। কোন কোন ব্লকে এই বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া ঝামেলাও হইয়া গিয়াছে। ক্ষমতাসীন দলগুলি জেলা শাসকের এবংবিধ আচরণে নাকি ক্ষুব্ধ। রাণীনগরে বি ডি ও এবং এ ই ও লাঞ্ছিত হন বলিয়া সংবাদ। জেলা শাসক সরকারী নির্দেশ অমান্য করিয়াছেন বলিয়া রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী ও কৃষি মন্ত্রীর নিকট অভিযোগ করা হইয়াছে। জানা গিয়াছে যে, সরকারী নির্দেশ প্রতিপালন সম্বন্ধে সরাসরি পঞ্চায়েত সমিতিগুলির কাছে বিস্তারিত জানিতে চাওয়া হইয়াছে। ইহার পর জেলা শাসকের নিকট তাঁহার কর্মের ব্যাখ্যা চাওয়া হইবে।

প্রকাশিত সংবাদের নির্গলিতার্থ এই যে, কৃষকদিগকে মিনিকীট বণ্টনের কাজটি পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে সরাসরি না দিয়া বি ডি ও এবং এ ই ও দের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির উপর উহার বণ্টন দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে। এখন প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে যে, জেলা প্রশাসন এবং রাজ্য কৃষিদপ্তর উভয়ের দ্বন্দ্ব চলিতে থাকিলে মিনিকীট বণ্টনের ব্যাপারটি ব্যাহত হইবে কিনা। যদি তাহা হয়, কৃষককূল নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। এমতাবস্থায় জনসাধারণ বাগাহত হইতে পারেন। সরকারী পর্যায়ের টানা-পোড়েন যদি চলে চলুক, তাহাতে সাধারণ মানুষ যেন দুর্ভোগে না পড়েন—ইহাই কাম্য।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

ইন্টারভিউ : অভিজ্ঞতা

এন, টি, পি, সি তে ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে আক্রান্ত হতে হয় ইন্টারভিউ প্রার্থীদের। ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে প্রাণ হাতে নিয়ে পালাতে হচ্ছে। কারণ স্থানীয় বেকার ছেলেরা বাইরে থেকে ইন্টারভিউ কল পাওয়া বেকারদের চেন, ছোরা ইত্যাদি নিয়ে ভয় দেখিয়ে জোরপূর্ব্বক আটকে রাখে। যার উপরে ইচ্ছা বিনা কারণেই প্রহার চালায়। মনে হয় ইন্টারভিউ কল পাওয়াটাই অন্যায় হয়ে গেছে।

আমি আহিরণের এক বেকার ছেলে। এন, টি, পি, সি থেকে ইন্টারভিউ কল পেয়ে গত ১০ই ডিসেম্বর ইন্টারভিউ দিতে গেলাম। তিন দিন ইন্টারভিউ ছিল। প্র্যাক্‌টিক্যাল, লিখিত ও মৌখিক। প্রথমদিন যথারীতি ও সুষ্ঠভাবে প্র্যাক্‌টিক্যাল পরীক্ষা দিলাম। পরদিন যথাসময়ে ইন্টারভিউ দিতে গেলাম কিন্তু ক্যানেল রেল ব্রীজ পেরিয়ে নীচের দিকে নামতেই কয়েকটি মস্তানমত ছেলে এসে আমায় বাঁধা দিল। বলল—'আজকে আপনাদের ইন্টারভিউ দেওয়া হবে না। ওই যে আপনার সাথীরা সবাই চায়ের দোকানে বসে আছে, আপনিও সেখানে চলুন।' একটু দূরের চায়ের দোকানের দিকে তাকিয়ে দেখি গতকালের আমার ইন্টারভিউয়ের সাথীরা সবাই গালে হাত দিয়ে বসে রয়েছে। আমি তাদের কথামত চায়ের দোকানে যেতে অস্বীকার করায় একজন আমার জামার কলার চেপে ধরে একটা ভোজালি আমার পেটে ঠেকিয়ে বলল—'আমরা যা বলছি, তাই করুন। আমরা বহিরাগত কোন ছেলেকে এখানে ইন্টারভিউ দিতে দেব না।' তবু আমি জিজ্ঞাসা করলাম—'কিন্তু কেন আমাদের ইন্টারভিউ দিতে দিচ্ছেন না?' একজন বলল—'এখানে এন, টি, পি, সির আট কিলোমিটারের মধ্যে আমরা যত বেকার রয়েছি তাদের চাকরি না পাওয়া পর্য্যন্ত এখানে আমরা বাইরের কাউকে ইন্টারভিউ দিতে দেব না।' আমি আর কোন কথা না বলে চায়ের দোকানে গিয়ে বসলাম। একটু পরে আরো কয়েকজনকে নিয়ে এল। তাদের একজনের দেখলাম নাক দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে, নাক চেপে ধরে আছে। বুঝলাম তাকে মারধোর করা হয়েছে। আমাদের সবাইকে বিকেল ৫ টার পর অর্থাৎ ইন্টারভিউয়ের সময় শেষ হয়ে যাবার পর ছাড়ল এবং বলল এর পর যদি তোমাদের মধ্যে কেউ আবার ইন্টারভিউ দিতে আস তাহলে কেটে ক্যানেলের জলে ভাসিয়ে দেব।' হায়রে বেকার জীবন। চাকরী পাওয়া তো অনেক দূরের কথা, ইন্টারভিউ দেওয়াই বড় সমস্যা।

রতনকুমার দাস, আহিরণ

॥ তিন চোখে ॥

হেমন্তের শিশির ভেজা দিনের মধ্য দিয়ে এসেছে পঞ্চম ঋতু শীত। প্রকৃতির বুকে প্রবাহিত হতে শুরু করেছে শীতের অন্যতম সহচর উত্তর বায়ু। সে ক্রমশঃ প্রবল থেকে প্রবলতর হবে। পৌষ মাস দিয়ে শীতের দিন-পঞ্জী শুরু। পৌষের প্রথম ভোরে ব্রাহ্মমুহূর্তে উলু-রব ও শঙ্খ ধ্বনিতে আহ্বান জানানো হয়েছে পৌষলক্ষ্মীকে তাই এ মাস লক্ষ্মীর মাস। প্রাচুর্যের মাস। এ মাসেই কুজ্‌ঝটিকার ঘোমটা পরে আবির্ভূত হয়েছে। প্রকৃতির ঋতুরঙ্গশালায় শীত ঋতু। শীতের আগমনে পত্র পল্লব সজীবতা হারিয়ে পীতাভ বর্ণ ধারণ করেছে। পাতা ঝরার দিন এল। শীতের হাওয়ার নাচন আমলকির ডালে ডালে। শীতের দাপটে সে আজ কাঙাল সেজেছে। কাশের হাসি চলে গেছে হাওয়ায় ভেসে। শীতের ভয়ে শিউলিগুলি মলিন। গাছ-গাছালিকে দেখায় নীরস ও বিরস। 'গগনভরা ব্যাকুল বেদন' বাজে হিমের হাওয়াতে। তবুও শীতের রাজত্বে বাংলার মাঠে সবুজের প্রাচুর্য। ক্ষেতের সোনাবরণ পাকাধান চাষীগৃহস্থের গোলায়। পাকা ফসলে এবার ডালা ভরেছে। গত বৎসর অনাবৃষ্টির জন্য ফসলের ডালা ছিল শূন্য। তাই সেবার প্রাচুর্যের মাসে দেখা দিয়েছিল খাদ্যের হাহাকার। হাসি ছিল না চাষীর মুখে, গৃহস্থের মুখে। এবার চিত্র বিপরীত। এবারে পৌষ হাসি ফুটিয়েছে সকলের মুখে। হলুদ সরষে ক্ষেত আর সোনার বরণ পাকা ধানে প্রকৃতি এবার পৌষকে বরণ করেছে।

মণি সেন

মৎস্য পালন প্রশিক্ষণ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লকের মনিগ্রাম সেন্টজোসেফ হলে গত ২০।১২।৮৩ থেকে নিজের পুকুর আছে এইরূপ কুড়িজন আদিবাসীকে মৎস্যপালন প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ১৫ দিন ধরে জেলার মৎস্য দপ্তরের অফিসারেরা এই প্রশিক্ষণ দেবেন। এই প্রশিক্ষণের ব্যয়বরাদ্দ বহন করছে আই, টি, ডি, পি। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বি ডি ও নন্দদুলাল ভকত এবং প্রশিক্ষণ দেন ব্লকের মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক তুষারকান্তি ঘোষ।

রেশম চাষ অসংখ্য লোককে কাজের সুযোগ দিচ্ছে

পি, আর চৌধুরী

আজকের এই তীব্র বেকার সমস্যার দিনে রেশম চাষ সারা দেশে অসংখ্য লোকের সামনে শুধু কাজের সুযোগই এনে দিচ্ছে না, এক একর জমিতে তুঁতের চাষ করে এখন এক একজন নীট পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করছে। কৃষি-নির্ভর এই কুটির শিল্পটি আমাদের উন্নতিশীল অর্থ-নীতির উপযোগী। শ্রম নির্ভর এই শিল্পে বিনিয়োগও সামান্য। এই মুহূর্তে সারা ভারতে সিল্ক শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চল্লিশ লক্ষ লোক নিযুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে ৩০% শতাংশ লোক তপশিলী জাতি এবং উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। ভারতবর্ষে সিল্ক শিল্পের বিকাশ সুপ্রাচীন কালেই। ঐ তহাসিক-দের মতে তুঁত শিল্প খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১৪০ অব্দে চীন থেকে খোতানের মধ্যে দিয়ে ভারতে প্রসার লাভ করে। গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের এলাকায় প্রথম সিল্কের চাষ শুরু হয়। ১৯৮১-৮২ সালের হিসেব অনুযায়ী এখন তুঁত চাষ হচ্ছে ১, ৭৯, ৯৪৯ হেক্টর জমিতে। ভারতে পশ্চিমবঙ্গ সিল্কে দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎপাদক রাজ্য। প্রথম স্থানে রয়েছে কর্ণাটক। পশ্চিমবঙ্গের পর ক্রমান্বয়ে আসছে অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, জম্মু ও কাশ্মীর এবং অন্যান্য রাজ্য। কর্ণাটকে কাঁচা সিল্ক উৎপাদনের পরিমাণ বছরে তিন হাজার মেট্রিক টন। পশ্চিমবঙ্গ' অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, জম্মু, কাশ্মীর ও অন্যান্য রাজ্যে উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ৬৮০, ৫৬৪, ৫৩০, ৭৬ এবং ৩১ মেট্রিক টন। ১৯৮০ সালের হিসেব অনুযায়ী ভারত সারা বিশ্বে বছরে ৪, ৬৮০ মেট্রিক টন কাঁচা সিল্ক উৎপাদন করে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। এ বছরে চীনের উৎপাদনের পরিমাণ ২৩, ০০০ মেট্রিক টন, জাপানে ১৬, ১৫৫ মেট্রিক টন, রাশিয়ায় ৪, ২৫৪ মেট্রিক টন, দক্ষিণ কোরিয়ায় ৩, ২৭৮ মেট্রিক টন, ব্রাজিলে ১, ২৮৪ মেট্রিক টন, ইতালী এবং অন্যান্য দেশে ১২ এবং ২, ১১৭ মেট্রিক টন। ভারত হল দ্বিতীয় বৃহত্তম সিল্ক সামগ্রী রপ্তানী-কারক দেশ। ১৯৫৮ সালে ভারতের সিল্ক সামগ্রী রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৩৬.৬৭ লক্ষ টাকা। ১৯৬৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫৫০.১৬ লক্ষ টাকায়। আর ১৯৮০ সালে ঐ পরিমাণ নজীর-বিহীন ভাবে বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৫:০৪.৯৭ লক্ষ টাকায়। রপতানীর মূল সামগ্রীর মধ্যে আছে সিল্ক বস্ত্র, তৈরী পোশাক, কার্পেট, সিল্কের তৈরী অন্যান্য সামগ্রী প্রভৃতি। এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলো ছাড়াও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, পশ্চিম ইউরোপ, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেও ভারতীয় সিল্ক শিল্পের বিরাট চাহিদা রয়েছে। ১৯৮০ সালে ১২০.২৬ লক্ষ স্কোয়ার মিটারের সিল্ক সামগ্রী রপ্তানী করা হয়েছিল। তাছাড়া ২.২৬ কিলোগ্রাম সিল্কের কাট-ছাঁট রপ্তানি করেও ৩৫ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের মালদা মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূমে রেশম চাষ হয়। এই রাজ্যে এখন মোট ৯, ৫১৪ হেক্টর জমিতে রেশম চাষ হচ্ছে।

নতুন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি

সুসংহত উন্নয়ন কর্ম্মসূচীর মাধ্যমে দরিদ্র গ্রামবাসীদের জীবনযাপনের মান উন্নত করার সার্থক প্রয়াস।

পাঁচ বছর আগে বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েতী রাজ্যের চিন্তাধারায় বিপ্লবের ঝড় বইয়ে দিয়েছিলেন। লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত গ্রামবাসী এই প্রথম ভোট দেবার সুযোগ পেয়ে নিজেদের গ্রাম প্রশাসনের কাজ পরিচালনার দায়িত্ব নিজেদের মনোনীত প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দিতে পারলেন। পাঁচ বছরের মধ্যে দু দু'বার পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করে ও কৃষক, শিক্ষক, বেকার, ভূমিহীন শ্রমিক, বর্গাদার এবং কারিগরদের ভেতর থেকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করে গ্রামাঞ্চলের সর্ব্বনিম্নস্তর পর্যান্ত প্রশাসনিক কাজকর্মের গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণ সম্পন্ন হয়েছে।

এইসব ব্যক্তির প্রতিনিধিত্বের ফলে ক্ষমতার দাঁড়িপাল্লাটি দরিদ্র গ্রামবাসীদের দিকেই বেশী করে ঝুঁকে পড়েছে। নতুন পঞ্চায়েত গ্রামোন্নয়নের জন্য ব্যাপক কর্ম্মসূচী সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। যেমন ভূমি সংস্কার, পানীয় জল সরবরাহ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, ক্ষুদ্রায়তন ও কুটীর শিল্প, ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য বাড়ী আর বৃদ্ধ বয়সে পেনসন দেবার ব্যবস্থা।

পঞ্চায়েতগুলি জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ কর্ম্মসূচীর মাধ্যমে গোষ্ঠী সম্পদ সৃষ্টি করে কৃষক-মজুর ও অন্যান্যরা যাতে বেকার মরশুম কাজ পান তার ব্যবস্থা করেছে। এই প্রথম গ্রামবাসীরা নিজেরাই ঠিক করবেন তাঁদের অঞ্চলের না-মেটা চাহিদা মেটাতে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। এই কর্ম্মসূচী ১৯৭৭-৭৮ সাল থেকে বছরে ৩৫০ লক্ষ শ্রম-দিবস সৃষ্টি করেছে। তাছাড়াও এই কল্যাণমূলক কর্ম্মসূচীর মাধ্যমে পঞ্চায়েতগুলি দরিদ্র গ্রামবাসীদের উন্নতিকল্পে স্থায়ী সম্পদ গড়ে তুলেছে।

গত পাঁচ বছর ধরে গ্রামীণ কর্মসূচীর সাফল্য

* দূর দূর গ্রামে ৩৭৫টি হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারী চালু হয়েছে।
* ভূমিহীন কৃষকদের জন্য ৫২, ৫৫০টি বাড়ী তৈরী হয়েছে।
* ৪, ০০০ গ্রামে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।
* ৩, ৯৭৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে।
* ৮, ৭০০টি প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। যার ফলে ২, ৬১, ০০০ মানুষ উপকৃত হয়েছেন।
* ৭১, ০০০ কিলোমিটার সড়ক নির্মিত হয়েছে।
* ১, ০০, ০০০ হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনা হয়েছে।

পঞ্চায়েতের মাধ্যমে হিল ডেভালাপমেণ্ট কাউন্সিল, নর্থবেঙ্গল ডেভালাপমেণ্ট বোর্ড ও ঝাড়গ্রাম ডেভালাপমেণ্ট বোর্ড ৭ কোটি টাকা ব্যয় করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

(জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ)

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেণ্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোনঃ জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

বিজ্ঞাপন

প্রথম বার্ষিক D. M. S. কোর্সে (৮৩-৮৪ শিক্ষাবর্ষে) ছাত্র-ছাত্রী ভর্ত্তি চলিতেছে। Prospectus সহ form এর মূল্য ২৫ টাকা (অনাদায়ী) ন্যূনতম যোগ্যতা মাধ্যমিক বা সমতুল্য, ভর্ত্তির শেষ তারিখ ৩০শে ডিসেম্বর বিস্তারিত বিবরণের জন্য অফিসে যোগাযোগ করুন।

সাঁইথিয়া, বীরভূম
২৪-১২-৮৩ প্রিন্সিপ্যাল
অশোক বসু
বীরভূম বিবেকানন্দ হোমিও কলেজ।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

অল্পের জন্য রক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ওই সময় প্যাসেনজার ট্রেন আসার সিগন্যাল পেয়েও লেবেল ক্রসিং-এর হাত দশেক দূরে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। কয়েকজন লোক ইঞ্জিনে ড্রাইভারের সঙ্গে দরদস্তুর করে কয়লা নামাতে থাকে। প্রায় দশ মিনিট এই অচলাবস্থা চলতে থাকায় গেট-ম্যান লালফ্লাগ পুঁতে দিয়ে রাস্তায় জমে থাকা বাস লরিগুলি পাস করাতে শুরু করেন। ঠিক এই মুহূর্তে যাত্রীঠাসা ষ্টেটবাসটি লেবেল ক্রসিং পার হওয়ার সময় ট্রেনটি হঠাৎ চলতে শুরু করে। গেটম্যান চীৎকার করে লাল-ফ্লাগ নিয়ে ড্রাইভারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রাণপণ চেষ্টা করে। এক সময় নিরুপায় গেটম্যান লালফ্লাগ নিয়ে লাইনের উপর দাঁড়িয়ে পড়েন। অসহায় বাস যাত্রীরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। প্রায় একহাত দূরে ট্রেনটি দাঁড়িয়ে পড়ায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাসযাত্রীরা রক্ষা পায়। ইতিমধ্যে কয়েকশো লোক জমে যায় ঘটনাস্থলে। ড্রাইভার গেটম্যানের পায়ে ধরে ক্ষমা চায় এবং মুচলেকা দিয়ে রেহাই পায়।

ক্রাইমের সব খবর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ক্ষেত্রে সংবাদপত্রে খবরের পরি-প্রেক্ষিতে তাদের কিছুই করার নেই। সব ক্রাইমের খবর থানাগুলিতে না পৌঁছানোর মূলে পুলিশের উপর সাধারণ মানুষের অনাস্থা। ভীতি ও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার ভয়ে মানুষ এখনও থানায় যাবার আগে গ্রামের 'বিশেষ বাবুদের' ধরে নিয়ে যান। বহু মানুষের তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে থানা অফিসারদের আচরণের। সাংবাদিকরাও তাই থানাগুলি থেকে সংবাদ সংগ্রহে ইতস্ততঃ করেন। তবু আমাদের আস্থা রয়েছে। জঙ্গীপুরের ৫টি থানার অফিসারদের উপর। তাই আমরা মনে করি সাধারণ মানুষের উচিত গ্রামাঞ্চলের যাবতীয় ক্রাইমের খবর থানা-গুলিতে জানানো। থানা অফিসারদের কাছে সুবিচার না পেলে নির্ভয়ে সমস্ত ঘটনা রঘুনাথগঞ্জে এস ডি পি ও কে জানান। আমাদের বিশ্বাস, তিনি সাধ্যমত সচেষ্ট হবেন। প্রয়োজনে 'জঙ্গীপুর সংবাদ' পত্রিকা দপ্তরেও জানাতে পারেন গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরা তাদের অভিযোগের কথা। প্রশাসনের উপর পূর্ণ আস্থা রেখে আমরা আপনার অভিযোগ পত্রিকায় প্রকাশ করে বা সরাসরি এস ডি পি ওর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে মধ্যস্থতার ভূমিকা নিতে পারি। মহকুমার ক্রাইম বন্ধে সাংবাদিকদের এই অগ্রণী ভূমিকার সফলতায় আমরা আশাবাদী।

খুচরো খবর

রঘুনাথগঞ্জ : বেশ কিছুদিন ধরে বাজারে খুচরা পয়সার অভাব দেখা যাচ্ছে। এমনকি এক টাকার নোটেরও দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে বাজারে দোকানে কাজ কারবার চালানো দুরূহ হয়ে পড়েছে। ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যেও মনোমালিন্যের সৃষ্টি হচ্ছে। সংবাদে প্রকাশ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে আর এক দুই ও তিন পয়সার মুদ্রা বাজারে ছাড়া হবে না। সিদ্ধান্ত হয়েছে বাজারে কেনা-বেচা হবে ৫ পয়সার মুদ্রায়। কিন্তু তাও মিলছে না ঠিকমত। ফলে নানা ক্ষেত্রে অব্যবস্থা দেখা দিচ্ছে।

সারের সংকট

কৃষি সংবাদদাতা : জঙ্গীপুর মহকুমার সর্ব্বত্র সারের সংকট তীব্র হয়ে ওঠায় চাষীদের মাথায় হাত পড়েছে। বাংলাদেশ থেকে চোরাপথে সামান্য কিছু সার আসায় কিছুটা রক্ষা। এদিকে আকালের বাজারে সারের দামও বেশ চড়েছে। সুযোগ বুঝে দোকানীরা দাঁও মারতে তৎপর। কৃষি প্রশাসনের নাকের ডগায় সারের চোরাকারবার ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্য ব্যবহারের জন্য সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার

স্থানীয় জনসাধারণের প্রয়োজন ও পছন্দমত রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে এই প্রথম একটি "ষ্টীল" ফার্ণিচারের দোকান খোলা হইয়াছে।

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী সোফাকাম বেড, ফোল্ডিং খাট, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

দাস অটো ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস

গভঃ রেজিঃ নং ২১।১৩।৯০০৯

উমরপুর (৩৪নং জাতীয় সড়ক) মুর্শিদাবাদ

প্রোঃ মদনমোহন দাস

এখানে গাড়ীর যাবতীয় ইলেকট্রিকের কাজ করা হয়।

এবং গ্যারান্টিসহকারে ব্যাটারী নির্মাণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

ফোন : ১১৫

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড

মিয়াপুর * ষোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।